Available online at http://www.ijims.com
ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343
IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; Peer-reviewed Journal

Amiyabhushan Majumdarer Uponnase Chittrokolpo

অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে চিত্রকল্প

Chiranjit Mandi
চিরঞ্জিত মান্ডি
এম ফিল গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract
This paper discusses by the variety of different types of paintings in Amiyabhushan Majumdars novels. Here the variety of colors and colors of the magic and language of the skilled painter of the Amiibhushan is depicted .
Keywords: Amiyabhushan, novel, painter, rongtuli, language

Article

চিত্রকল্প বলতে বোঝায় কোন বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারনা । যেখানে ছবির মাধ্যমে বিষয়কে পাঠকের সামনে উপস্থিত করা হয় । আমাদের মধ্যে থাকা কোন চিন্তাসূত্রকে যখন ভাষার মাধ্যমে যথাযথ রূপে প্রকাশ করা হয় , তখনই চিত্রকল্প তৈরি হয় । সাধারণত কল্পনাজাত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত ঘটনাকেই ভাষার মাধ্যমে ছবি তৈরি করে চিত্রকল্প নির্মাণ করা হয় । চিত্রকল্পের সর্বাধিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় কবিতায় । চিত্রকল্পের প্রথম সার্থক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় কবিতায় পাশ্চাত্যে । আইরিশ কবি সিবি লুইশ র কবিতায় 'The poetic image' গ্রন্থে এবং এজরা পাউন্ডের কবিতায় । বাংলা কবিতা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী ,সুকুমার রায়ের কবিতায় এর সার্থক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় । তবে কথাসাহিত্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার বিরল নয় , বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পগুলিতে এর সার্থক প্রয়োগের দেখা মেলে। অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর উপন্যাসগুলিতে এর সার্থক রূপ দিয়েছেন । তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্প নির্মাণের পাশাপাশি প্রতীকধর্মী চেতনা নির্ভর চিত্রকল্পের বহুরূপ বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছেন ।

অমিয়ভূষণ মজুমদার কথাসাহিত্য রচনায় ভাষা নির্মাণেই পারদর্শী ছিলেন না । তিনি ছিলেন একজন যথার্থ কথাশিল্পী । ঘটনা , চরিত্র , সংলাপ নির্মাণের পাশাপাশি তাঁর ঝোঁক ছিল বর্ণনার প্রতিও , আর এখানেই শিল্পী মনের সার্থকতা ।সাহিত্যিক পরিচয় ছারাও তাঁর আর একটি পরিচয় তিনি একজন চিত্রকর । সাহিত্য রচনায় তাঁর চিত্রকর সত্ত্বার প্রভাব সর্বত্র অনুভূত হয় । বিষয়ের নিখুঁত বর্ণনা , পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রকৃতি বর্ণনা ,বা কোন চরিত্রের ক্রিয়াকলাপের অঙ্কনে তাঁর চিত্র সত্ত্বার পরিচয় পাওয়া যায় ।রঙ তুলির ব্যবহার না করলেও তিনি সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ভাষা দিয়েই রঙ তুলির অভাব মিটিয়েছেন । তাঁর উপন্যাসে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে চিত্রকল্প ।

অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর উপন্যাসে ছয় রকমের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্পের ব্যবহার করেছেন -

ক. দৃশানুভুতি নির্ভর চিত্রকল্প ।

খ. ঘ্রানুভুতি নির্ভর চিত্রকল্প ।

গ. শ্রবণাভুতি নির্ভর চিত্রকল্প ।

ঘ. স্বাদেন্দ্রিয় নির্ভর চিত্রকল্প ।

ঙ. স্পর্শানুভুতি নির্ভর চিত্রকল্প ।

চ. জটিলর নির্ভর চিত্রকল্প ।৯. প্রতীকী নির্ভর চিত্রকল্প ।

অমিয়ভূষণ মজুমদার উপন্যাসগুলিতে অসাধাররন ভাবে চিত্রকল্পের নির্মাণ করেছেন । ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্প নির্মাণের পাশাপাশি প্রতীক রূপকধর্মী চেতনানির্ভর চিত্রকল্প নির্মাণেও তিনি সিদ্ধহস্ত । চিত্রকরের দৃষ্টি নিয়েই তিনি প্রকৃতি থেকে শুরু করে মানুষের মনোজগতের নানাভাবকে সাহিত্যের ক্যানভাসে ভাষার সাহায্যে তুলে ধরেছেন । আর এক্ষেত্রে তাঁর অন্যতম মাধ্যম ছিল রং , লাল, নীল,সাদা, হলুদ , কালো, সবুজ , বিভিন্ন প্রকারের রং তুলি ।

দৃশানুভুতি নির্ভর চিত্রকল্পঃ দৃশানুভুতি নির্ভর চিত্রকল্পের ব্যবহার তাঁর উপন্যাসে সবথেকে বেশি । প্রকৃতির নিখুঁত বর্ণনা , কিংবা গ্রাম শহরের পরিবর্তমান চেহারাকে তুলে ধরতে তিনি দৃশায়িত চিত্রকল্পের সুন্দর ছবি অঙ্কন করেছেন । দৃশ্যগুলি তুলে ধরতে তিনি রং তুলির ব্যবহার করেছেন । যেমন; 'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসে

'' সন্ধার রং লেগেছে তখন আকাশে, কিন্তু কাছের জিনিস তখনও স্পষ্ট দেখা যায় । মাতালু গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল কারা যেন মাটি দিয়ে মস্ত একটা স্তূপ করে রেখেছে ।··· স্তূপটা যেন তার বাঁয়ের দিকে , রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে ।···''

'' মাতালু এই সব ভাবতে ভাবতে এগিয়ে যাচ্ছিল , কিন্তু হটাৎ তাকে থামতে হল । তার পথ রোধ করে এখানেও মাটির স্তূপ । স্তূপ নয় প্রকার ডাইনে বাঁয়ে সেই স্নাল আলোয় যতদূর দৃষ্টি চলে মানুষ সমান আলগা মাটির উঁচু প্রাচীর তার থেকে কেটে চলে গেছে ।··· হটাত স্ফুটিত হল তার মনে , তাহলে এই প্রাচীর টাই নতুন সড়ক । হাত পায়ের সাহায্যে সে আলগা মাটির প্রাচীরটার মাথাতে উঠে পড়ল''।

'মাকচকহরিণ' উপন্যাসেও দৃশ্যানুভুতি চিত্রকল্পের অসাধারণ ছবি ফুটে উঠেছে । যেমন ;

''যাউক , বেলা হয় , এখন সব স্পষ্টই দেখনিয়ার পঞ্চাশ ষাট হাতের মধ্যে কোন কুয়াশায় আর চোখকে বাধা না দেয় হরিতলাতেই আরও দুটো চায়ের দোকান চোখে পড়ল ।আর যেখানে হরিতলা হাটতোলায় মিশেছে।যেখানে বেশ কয়েকটি দোকান , কোনটি খুলেছে কোনটি খুলবে । তার মধ্যে যেটার গায়ে ছোট একটা সাইনবোর্ডে বরাল সেলুন লেখা , সেটাও খুলল ।

গতিশীল দৃশ্যের ছবি শুধু নয় , এক চলমান দৃশ্য বা চলচ্ছবিও ফুটে উঠেছে তাঁর উপন্যাসে ।যেমন; 'সোঁদাল' উপন্যাসে ।

''খাওয়া হলেই চায়ের দোকান থেকে উঠে সে হাঁটতে থাকবে , দেখবে ধানজমি ,গ্রাম, চায়ের দোকান ,সাইকেল সারানোর দোকান , পানের দোকান , বাড়িঘর , কাপরের দোকান , টিনের বাড়ি , কাঠের বাড়ি , সাইকেল রিক্সা , রেডিওর দোকান , অফিস , ব্যস্ত সমস্ত মানুষ , কংক্রিটের বাড়ি ··· । যতই সে চলুক , একই দৃশ্য ঘুরে ঘুরে পথের দুপাশে চলতে থাকবে''।

যেমন অমিয়ভূষণ মজুমদার ভাষার মাধ্যমে প্রকৃতিটির রুপচিত্রকে সুন্দর ভাবে অঙ্কন করেছেন ।এবং তেমনি দৃশ্যানুভুতি চিত্রপরিকল্পনাই বহুবিচিত্র রং এর ব্যবহার করেছেন । প্রত্যেকটি রং এর পৃথক পৃথক ব্যবহার করেছেন । অন্ধকারের ছবি আঁকার সময় তিনি কালো রং র ব্যবহার করেছেন । গাছপালা , দিগন্তবিস্তৃত অরণ্যানী বর্ণনার সময় সবুজ রং এর ব্যবহার করেছেন । ফুল , বাড়ির রুপ বোঝাতে হলুদ রং এর

ব্যবহার করেছেন । দিগন্তবিস্তৃত আকাশ বা অসীমতাকে বোঝতে নীল এর ব্যবহার করেছেন । এছাড়া বিভিন্ন প্রকারের রং এর প্রয়োগ করেছেন । যেমন ; মাকচকহরিণ উপন্যাসে -

''ওই হাতি –তল্লিজোড়া , সকলের নীল নীল কুয়াশার দরুন যাদের বিরাট ছাতার মতো জোড়া মনে হয় ,

আর তার ফলে এরকমও মনে হয় , উত্তর পশ্চিমের যে নীল পাহাড়ের ঢেউ পরিষ্কার দিনে দেখা যায়

,কুয়াশার ফলে তাই কাছে নেমে এসেছে নীলাভ সবুজ হয়ে''।

''সোঁদাল' উপন্যাসে ''বন আর গ্রামে মেশামেশি ছিল , গলাগলি ছিল , একে অন্যকে তার হলুদ সোনালি

এসব রংকে উপহার দিলে , অন্যেও সবুজ ও নীলকে উপহার দিত । বনে বর্ষার মেঘ গ্রামগুলোকে স্নান

করিয়ে দিয়ে বনের সবুজের গায়ে নীল নীল কুণ্ডলী হয়ে হাসত''।

প্রকৃতির বিবরণে নীল ও সবুজের নানাবিধ ব্যবহার ও সহাবস্থান লক্ষ্য করার মতো । ঔপন্যাসিক সবুজ গাছপালা , ঘন পাহাড় ও বিশালাকার অরন্যের পাশে স্থান দিয়েছেন নীল আকাশকে । সেই নীল কখনো উজ্জ্বল স্বচ্ছতা কখনো স্নান ।উপন্যাসে চরিত্রের মনে প্রসারণ , তাদের অন্তরের ম্লান বেদনা প্রতিফলিত হয়েছে এই রঙ এর মাধ্যমে ।

'বিনদনি' উপন্যাসে '' সেই হেলথ সেন্টারের বাড়ি গুলো এখন সার হলুদ নয় । শ্যাওলা পড়ে পড়ে কালচে ।

ভিতরে আরও দেখা যায় , মেঝেতে এখানে ওখানে ফাটল । ছাদ দিয়ে বর্ষার জল পড়ে

, দেওয়ালগুলো প্রথমে সবুজ পরে নীল এখন কালো''।

'' উত্তরদিকে নীল পাহাড় দিয়েছে, যার মধ্যে বিনদনির ছেলেরা , বন্ধুরা রাতের ছাই ছাই

অন্ধকারে পালাতে চেষ্টা করছিল । সেই ছাই ছাই অন্ধকারে গাছপালা , হরিণ , মানুষকে

গাঢ় কালো রং দেখাই কিন্তু''।

এখানেও সেই কালের বিবর্তনের ছবি , সময় পেরিয়ে যাওয়ার অনিবার্য আখ্যান । হেলথ সেন্টারের বদলে যাওয়া রং এর ব্যঞ্জনায় পরিবর্তমান সমাজের এক জীবনচিত্রের ছবি ফুটে উঠেছে ।

'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাসে' -

''অবশেষে এমন জায়গায় এসে পৌঁছে ছিল যে সেখানে উত্তর আকাশের

গায়ে নীল মেঘের মতো পাহাড় সবসময় ই চোখে পড়ে । শালের

জঙ্গল ।তারপর কৃষকদের ঘরবাড়ি । জোতজমা হলুদ ফসল । তারপর

আবার সবুজ বন'' ।

এখানে আসকাফ এর জীবনে অপ্রাপ্তি অত্যাচারের বেড়াজালকে ছিন্ন করে নতুন স্বপ্নের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করে যে ফসল ও বন , তা হলুদ সবুজ রং এর আবহেই উন্মোচিত হয়েছে । এই হলুদ সবুজ রং এর সমন্বয় যেন আসকাফের আগত জীবনের সমৃদ্ধি ও উল্লাসের গভীরতাকে তুলে ধরেছে ।

'সোঁদাল' উপন্যাসে ''এখন কালো কালো কদম গাছগুলোতেও হলুদ হলুদ সুগন্ধ ফুলের বর্তুল।কালো

তিন্নি হলুদ ছাড়া পড়ে না''।

'হলং মানসাই উপকথা' উপন্যাসে '' চন্দানির পরনের খাটো বাদামি শাড়ি তার গায়ের গম হলুদ রং থেকে

কিছু বেশি লালচে''।

এখানে ঔপন্যাসিক হলুদ রং এর ব্যবহার সুন্দরভাবে করেছেন। তিন্নি , চন্দানি সমাজের কাছে ধর্ষিত দই নারী আশ্রয় নিয়েছে প্রকৃতির কাছে জীবনে তীব্র অন্ধকার নেমে এলেও তারা কেউ বাঁচার আশা ত্যাগ করেনি। নতুন করে বাঁচতে চেয়েছে। হলুদের মধ্য দিয়ে তিনি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলছেন।

প্রকৃতির চিত্র বর্ণনার পাশাপাশি আরও অনেক্ষেত্রে রং এর বৈচিত্র্যময় ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।যেমন; মাকচক হরিণ উপন্যাসে

'' উষা তিনবারে তিনরকম পোশাক পড়েছিল।সোনামালায় বিয়েতে যে

লাইফুন অধোবস্ত্র , আর উধাঙ্গের বস্ত্র কামুং পরেছিল, তা ছিল নীল ব্রোকেড

সিল্কের।নাইগৌের বিয়েতে সেই লাইফুন আর কামুং-ই কিন্তু প্রায় ক্রিমসন

লাল।রেজেস্ট্রি অফিসে , কিন্তু অসমীইয়া মেখলা চাদর হালকা গোলাপী

রঙের'' ।

'' ওইটাই তো গোলমাল।সামতিনির রঙ রমভোলার রঙের চাইতেও হলুদ।লজুর রঙ প্রায় তার

নিজের মতোই হলুদ অন্দরমে ছোট্র মেচপারাটাই এখনও যেমন দু-একজন হলুদ কিসিম কন্যা

চোখে পড়িতে পারে'' ।

'হলুদ মানসাই উপকথা' উপন্যাসে '' আগে মুখে বাসি দাড়ি থাকতে , পড়নে সাদা পায়জামা আর হলুদ টি-

সার্টে অতি ব্যবহারের বিবর্ণতা থাকতো।এখন পরিষ্কার দাড়ি কামানো

, পরণে কালো প্যান্টের উপড়ে টকটকে লাল সার্ট। আর সে লাল এমন

উজ্জ্বল যে সদ্য জমতে শুরু করেছে এমন রক্ত বলে মনে হয়''।

'সোঁদাল' উপন্যাসে '' সে মোটর বাইকটার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল , আর তারপরে ঝকঝকে লাল রঙের সেটাকে

দেখতে পেল।বাইকে কৈচন্দ্র বর্মণ।তার পিছনে পিনিয়নে , লাল টকটকে সার্ট পরা

একজন ভয়ঙ্কর চেহারার মানুষ''।

'শ্রবর্ণেন্দ্রিয় নির্ভর চিত্রকল্পঃ' সাধারনত শ্রবণেন্দ্রিয় নির্ভর চিত্রকল্প হল অনুভূতি।মানুষের চেতনার একটি মাত্র অনুভূতির স্তর জাগিয়ে তুলে শেষ হয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'সমদ্র' কবিতায় এর চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায়।যেমন ' হে সমদ্র স্তব্ধ চিত্তে শুনেছিনু ,গর্জন তোমার

রাত্রিবেলা , মনে হল গাঢ় নীল নিঃসীম নিদ্রার

স্বপ্ন ওঠে কেঁদে কেঁদে ,।

এই শ্রেণির চিত্রকল্প অমিয়ভূষণ মজুমদার সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ।যেমন ; 'মহিষ কুড়ার উপকথা' উপন্যাসে ।

''হুড়মুড় করে বাস চলে , বারবার করে লরি-ট্রাক , কলের করাতের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে

বনস্পতিরা লুটিয়ে পরে''।

'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসে -

''ওপারে গ্রামের বেদনার কথা কানে আসে , প্রতক্ষ্যভাবে কানে আসে রোলার ইঞ্জিনের তীব্র

চিৎকার ,বনের গাছে কুড়ুল মারার শব্দ ।একটা অস্বস্তি বোধ করছে চাষিরা'' ।

''মাতালুর পায়ে শুকনো পাতা মড় মড় করে উঠতেই মালতী চমকে উঠল''।

'' একরাতে পথিকদের চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে ।কে একজন তবু আসছে ।চটির ফট ফট

শব্দ হচ্ছে ।পর্দা আর জানালার ব্যবধানে একটা চোখ রেখে সে দেখল মাতালু আসছে ।

মাতালু''।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় নির্ভর চিত্রকল্পঃ ঘ্রাণেন্দ্রিয় চিত্রকল্প আমাদের মনের মধ্যে কোন বস্তুর গন্ধের অনুভবকে জাগিয়ে তোলে ।বাংলা সাহিত্যে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শতনরী' কবিতায় এর চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায় ।

'সুদূর স্মৃতি জাগায় আজি ভাঁটের ফুলে গন্ধ মিঠে- '

এই ধরনের চিত্রকল্প নির্মাণেও অমিয়ভূষণ যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । যেমন; 'হলং মানসাই উপকথা' উপন্যাসে এর সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় ।

''দুর্গন্ধে নাড়ি যেন উলটে আসবে ।সে যেন দেখতে পেল স্পষ্ট , একটা কাছিম চিত হয়ে

মরে আছে , আর তার পেটের কাছে অনেকখানি খুবলে খাওয়া ।··· দম বন্ধ করে সে

তাড়াতাড়ি বাঁধের অবশিষ্ট পাথর গুলোর দিকে হাঁটতে লাগল''।

'সোঁদাল' উপন্যাসে যেমন ;

'' শহরে ফিরে এল মোন্নাত ।বাজারের কাছে পৌঁছাতে ভক করে গন্ধটা পেল সে তার

ভয়ঙ্কর সন্দেহ হল সে পচে যাচ্ছে ।হাত , বাহু এক এক করে গোপনে নাকের কাছে

তুলে সে শুঁকে দেখল ।তাহলে পথের ধারের পুকুরটা থেকে আসছে পচা গন্ধটা ?

ছোট পুকুরে নীলচে সবুজ সবুজ জল ।কী একরকম ছত্রাক , যার এই গন্ধ''।

'মহিষ কুড়ার উপকথা' উপন্যাসে যেমন ;

''বেশ বড় , আর নতুন গামছাই । আর তা থেকে একটা সুগন্ধ উঠছে । আসকাফ ভাবল

, ও এইটা তাহলে । ছোট বিবির নিজের ব্যবহার করা গামছা । সে জন্যই মিষ্টি গন্ধ''।

'' সেই আধ ভিজে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সুগন্ধ গামছাটা গায়ে জড়িয়ে সে আবার অনির্দিষ্টভাবে

হাঁটতে শুরু করল । সুগন্ধ গামছার স্পর্শ কেন যেন ছোটা বিবির কথা মনে এনে দিল ।

সুগন্ধ ধারাল এক পরীর মত ছোটা বিবি । আর এ যেন তারই গায়ের গন্ধ''।

গন্ধের অনুভূতির মধ্যে সাধারানত দুটি ধরন লক্ষ্য করা যায় ।যেমন কোন গন্ধ ঘৃনার উদ্রেক ঘটায় , আবার কোন গন্ধ মানুষকে আকৃষ্ট করে , আনন্দে ভরিয়ে দেয় তার মনকে ।অমিয়ভূষণ মজুমদার এই সুগন্ধ দুর্গন্ধের চল- অচল বিভাজনের বাইরে এমন গন্ধের বিবরন দিয়েছেন যা ভালো বা খারাপ নয় । তা বেশ ধারালো ও ঘোর লাগিয়ে দেওয়া এক মত্ত মদির অনুভবকে ফুটিয়ে তোলে ।

স্পর্শেন্দ্রিয় নির্ভর চিত্রকল্পঃ স্পর্শেন্দ্রিয় চিত্রকল্প যা স্পর্শের ভাবকে জাগিয়ে তোলে ।যা আমাদের মধ্যে একই সঙ্গে দৃশ্য স্পর্শ দুয়ের অনুভুতিই জাগিয়ে তোলে । শিহরণ , ভয় , কম্পন অপরের স্পর্শ এ সবের মধ্য দিয়ে শিল্পী চিত্রকল্প নির্মাণ করে ।বাংলা সাহিত্যে অমিয় চক্রবর্তীর 'গাছ' কবিতায় এর সার্থক নিদর্শন মেলে ।

' আলোয় রয়েছে ডুবে হাওয়া তাকে স্পর্শ করে

মন্ত্র লাগে তারাময় ভোরে'।

এই ধরনের চিত্রকল্প নির্মাণেও অমিয়ভূষণ মজুমদার যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন । যেমন ;

'মানচক হরিণ' উপন্যাসে '' বছর পাঁচেক হতেই তার মায়ের মৃত্যু ।··· আর তার জোয়ান শক্ত বাবা হাউহাউ

করে কাঁদছে , কখনও মায়ের কাঁচা পাকা চুল সরিয়ে গালে গাল ঘষছে , কখনও

মায়ের পায়ে চুমু খাচ্ছে , কখন পাদুটিকে নিজের বুকে চেপে ধরছে'' ।

'' ঊষা চা খেতে পাশে বসে , স্বামীর কোলের উপরে হাত রাখল''।

'' তখন আশ্বিনের শেষ রাতে গা শিন-শিন করতে শুরু করেছে''।

'বিনদনি' উপন্যাসে '' জনার্দন বিনদনির পায়ের কাছে বসে পড় , চলো , চলো । সে বিনদনির পায়ের পাতা

দুটোতে হাত রাখল''।

'' ম্যাম হাত লম্বা করে জনের কপালের উপরে চুলগুলো নেড়ে দিয়েছিল''।

'' অজ্ঞাত একটা জয়ে শিউরে উঠল সে , আর তার ফলেই যেন ছলাৎ ছলাৎ করে

খানিকটা কালো কালো সাহস তার বুকের মধ্যে পরে গরম করে তুলল সেই জায়গাটা''।

'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসে '' ছোড়দার জুতোর তলায় ধানের শিষ স্পর্শ না দিলেও মাতালুর খালি পায়ে

দিচ্ছিল''।

স্বাদেন্দ্রিয় নির্ভর চিত্রকল্পঃ স্বাদেন্দ্রিয় চিত্রকল্প যা আমাদের মনে কোনও খাদ্য বস্তুর প্রকৃত স্বাদ সম্পর্কে ধারনা তৈরি করায়।বাংলা সাহিত্যে সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' কবিতায় এর যথার্থ নিদর্শন মেলে ।যেমন

'টক টক থাকে নাকো হয়ে গেল বৃষ্টি

তখন দেখেছি চেটে একদম মিষ্টি' ।

এই ধরনের চিত্রকল্প অমিয়ভূষণ মজুমদার সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন উপন্যাসে ।যেমন;

'মহিষ কুড়া উপকথা' উপন্যাসে '' আর ও ঘাসও খুব মিষ্টি ।লটা বলে , গোরার কাছে এরকম মিষ্টি ঘাস

থাকে ।··· চুষে মিষ্টি বোধ হওয়াতেই যেন খুঁত খুঁত করে হাসিল''।

'' সে মাংস সেদিন জাফরুল্লার বাড়িতেও রান্না হয়েছিল ।আসকাফ খেয়ে

থাকবে নিশ্চয় কিন্তু মনে রাখবার মতো কোন সোয়াদ পায়নি''।

জটিলতর নির্ভর চিত্রকল্পঃ জটিলতর চিত্রকল্প যা আমাদের চেতনায় বারবার প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করে নানা মাত্রার ধারনা । এই চিত্রকল্প অনেকসময় মূর্ত ও বিমূর্ত ধারনা তৈরি করে ।অমিয়ভূষণ মজুমদার এই প্রকারের চিত্রকল্প উপন্যাসে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ।

'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসে এই চিত্রকল্প যেমন কখনও সমগ্র কাহিনীর অন্তর্বস্তুকে বুঝতে সাহায্য করেছে, আবার কখনও বিশেষ চরিত্রের মানসিক অবস্থাকে বুঝিয়েছে ।

'' অন্যদিকে এই সব চর সন্মন্ধে সতর্ক থাকতে হয় ।যাকে চর বলে মনে হচ্ছে , চাষের নতুন

মাটি মনে হচ্ছে , তা হয়তো চোরাবালি মাত্র ।হাতি গ্রাস করে এমন চোরাবালি ।চাষ করা

দূরে থাক , ঘর তোলা দূরে থাক , পা রাখলে তলিয়ে যাবে''।

প্রতীকী নির্ভর চিত্রকল্পঃ এই ধরনের চিত্রকল্প অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর উপন্যাসে সুন্দর রূপে নির্মাণ করেছেন ।যেমন; সাপের প্রতীকঃ 'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসে সাপের প্রতীকের মধ্য দিয়ে চিত্রকল্পের অসাধারন ছবি পাওয়া যায় -

'' তার মনে হল চাকরিটা হয়তো ওভারসিয়ারের কাছেই পেয়েছে সে ।সে তো এক

অনাচারের চেহারা , সে অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে লাভ নেই বলে যা সাপের মতো

ঘৃণার , ভয়ের , রাগের বিষয়''।

ভাটিয়াদের ঘৃণা করে মাতালুরা , তাদের সামনে মাতালুরা অসহায় , প্রতিবাদ করে কোন ফল হবে না , এটা তারা জানে ।তাই এই ঘৃণা সাপের মতো মনের গভীরে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে ।সাপের প্রতীকের মধ্য দিয়ে মাতালুদের মনের ভেতরের রাগ , অভিমান সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ।

আবার 'মাকচক হরিণ' উপন্যাসে

'' তার মুখটায় আবার এক হাসি হাসি ভাব হল ।চিকারাইরাই থাকি গেইছি ।সে কি

তাহলে কাদার পাথরের নীচে সর্পাকার কালো কুচিলা মাছের আত্মগোপন করা''?

এখানেও সাপের প্রতীকী চিত্র চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। সাপের কুণ্ডলীকৃত স্বভাবের মতোই ধর্মান্তরিত রাজাদের মনের গভীরে রয়ে গেছে রাভা সংস্কৃতির চিহ্ন তাদের রাজত্বের বাহক চিকারাইরাই ।

জানালার প্রতীকঃ 'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসে জানালার প্রতীকী চিত্রকল্পের ছবি দেখা যায় ।যেমন;

''মদের কথা ভাবতে গিয়ে আকস্মিকভাবে মালতীর একদিন মনে পড়ল মেজদাদা নেই বাইরের দিকের একটা জানালার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল সে , যেন দৃষ্টিকে বাইরে পাঠাতে চায় , ঠিক তখনই যেন অনিবার্যভাবে লখাইকে দেখা গেল''।

'' অবাক কথা ।কিন্তু মেজদাদা ? মেজদাদা ? মালতী ছটছট করে উঠে দাঁড়াল ।যেন সে কোথাও যেতে চায় ।সে জানালার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দৃষ্টিকে পাঠাল কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নয় , বাইরে''।

'' মালতী বইয়ে মন বসাতে পারল না ।উঠে একবার পায়চারি করল ।কী মনে করে উঠে এসে দাঁড়াল জানলাটায় ।যেন নিঃশ্বাস নেবার জন্য ।··· কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মালতী জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে সরে গেল''।

এখানে জানালা জীবনের বন্ধন ও মুক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে ।জানালা মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করা চলে , বাইরের মুক্ত দুনিয়ার আভাস মেলে ।কিন্তু জানালা কখনও সিংহ দুয়ার হয়ে ওঠেনা ।পরিপূর্ণ মুক্তির স্বাদ তাই পাওয়া যায় না ।বাইরের প্রতি দৃষ্টি একসময় ঘরের চার দেওয়ালে ফিরে আসতে বাধ্য হয় ।মালতীর হৃদয়েও তাই পূর্ণ মুক্তি পায় না ।জানালার গরাদে ধাক্কা খেয়ে তা ফিরে আসে ঘরের বিছানায় , যে বদ্ধতা থেকে তার মুক্তি নেই ।এক্ষেত্রে জানালা হয়ে ওঠে মালতীর বন্ধন মুক্তির এক ট্র্যাজিক পরিনতি ।

শোল মাছের প্রতীকী চিত্রকল্পঃ এই ধরনের চিত্রকল্প অমিয়ভূষণের হাতে অসাধারন রুপ পেয়েছে । যেমন; 'হলং মানসাই উপকথা' উপন্যাসে ।

''হলং-এর ছিপে গায়ে কালচে ছোপা লাগা হাত দেড়েক লম্বা এক্তা বোয়াল উঠল । চন্দানির ছিপে টোপ খেয়ে গিয়েছে কোন বড় মাছ ।এটা সেই শোলটা হতে পারে যার দাঁতে ধার আছে ।··· কিন্তু ধরতে গিয়ে চন্দানি থমকে গিয়েছিল ।··· মাছটার চারিদিকে অসংখ্য পোনা তেমন খেলা করছে ।বোধ হয় অন্য মাছের আক্রমন থেকে বাঁচার জন্য মায়ের চারিদিকে গা ঘেঁষে থাকে''।

এখানে মাছের প্রতীকে চন্দানির জীবনের অসহায় দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। ছোট মাছেরা যেমন বড় মাছের আশ্রয়ে বাঁচতে চেয়েছে , তেমনি চন্দানি তার মায়ের কাছেই আশ্রয় খুঁজছিল ।কিন্তু সে পাইনি ।নির্বাক হয়েও ক্ষুদ্র মাছেরা আশ্রয় পায় বড় মাছের কাছে ।অথচ উন্নতর প্রাণী হয়েও নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য চন্দানিকে তার মা তুলে দেয় গজেন ঢালির হাতে ।

অমিয়ভূষণের লেখক সত্ত্বার মধ্যে সর্বদা বিরাজ করেছে তার শিল্প সত্ত্বা ।যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে চিত্রকল্পের বহুমুখী ব্যবহারের মধ্য দিয়ে । দক্ষ শিল্পীর ভূমিকায় তিনি রং তুলির পরিবর্তে কাগজ কলমকে অস্ত্র করে নির্মাণ করেছেন তার সাহিত্যের ভুবনকে । চিত্রকল্প ব্যবহারে

আমাদের দৈনন্দিন জীবনকেই বিষয় নির্বাচন করে তাকে ভিন্ন মাত্রার অর্থে প্রদান করেছেন।কৌম সংস্কৃতির বাহক তথাকথিত অশিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত মানুষগুলোর ভাবনার স্তরের বেশি গভীরে পৌঁছতে পারবেন বলেই লেখকও তাদের চেতনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চিত্রকলার নির্মাণে মনোযোগী হয়ে ছিলেন।

উল্লেখসূত্র

(১) মজুমদার অমিয়ভূষণ , দুখিয়ার কুঠি , অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র (৩য় খণ্ড), দেজ পাবলিশিং , কলকাতা ২০০৫ পৃ. ২১.

(২) তদেব, পৃ. ৩৬.

(৩)তদেব, পৃ. ৩৭.

(৪)তদেব, পৃ. ৩৮.

(৫)তদেব, পৃ. ৪৫.

(৬)তদেব, পৃ. ৭৬.

(৭)মজুমদার অমিয়ভূষণ , মহিষকুড়ার উপকথা, অমিয়ভূষণ মজুমদার রচনা সমগ্র (৬ষষ্ট খণ্ড), দেজ পাবলিশিং , কলকাতা ২০০৮ পৃ. ১০.

(৮)তদেব, পৃ. ২৫.

(৯)তদেব, পৃ. ২৮.

(১০)তদেব, পৃ. ৫৬.

(১১)তদেব, পৃ. ৫৮.

(১২)তদেব, পৃ. ৫৯.

(১৩) মজুমদার অমিয়ভূষণ, বিনদনি , অমিয়ভূষণ মজুমদার রচনা সমগ্র (৭ম) দেজ পাবলিশিং , কলকাতা ২০০৯ পৃ. ২৬.

(১৪) তদেব, পৃ. ১০০.

(১৫) তদেব, পৃ. ১২৩.

(১৬) তদেব, পৃ. ১৪৭.

(১৭) মজুমদার অমিয়ভূষণ , হলং মানসাই উপকথা , অমিয়ভূষণ মজুমদার রচনা সমগ্র (৮ম) দেজ পাবলিশিং ,কলকাতা ২০১০ পৃ. ২১.

(১৮) তদেব, পৃ. ৩৫.

(১৯) তদেব, পৃ. ৮৫.

(২০) মজুমদার অমিয়ভূষণ, সোঁদাল, অমিয়ভূষণ মজুমদার রচনা সমগ্র (৮ম) দেজ পাবলিশিং , কলকাতা ২০১০ পৃ. ১৮.

(২১) তদেব, পৃ. ২০.

(২২) তদেব, পৃ. ৭৮.

(২৩) তদেব, পৃ. ৭৯.

(২৪) তদেব, পৃ. ৯০.

(২৫) তদেব, পৃ. ৯১.

(২৬) তদেব, পৃ. ৯৫.

(২৭) তদেব, পৃ. ১২১.

(২৮) মজুমদার অমিয়ভূষণ , মানচক হরিণ , অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র , (৮ম) দেজ পাবলিশিং , কলকাতা ২০১০ পৃ. ১৫.

(২৯) তদেব, পৃ. ২৪৩.

(৩০) তদেব, পৃ. ২৪৮.

(৩১) তদেব, পৃ. ২৫০.

(৩২) তদেব, পৃ. ২৬৬.

(৩৩) তদেব, পৃ. ২৮৮.

(৩৪) তদেব, পৃ. ২৮৯.

সহায়কপঞ্জি

(১) শিখা দত্ত , আধুনিক বাংলা কবিতায় চিত্রকল্পচর্চা , পুস্তক বিপণি , কলকাতা ২০০২ ।

(২) বিপ্লব চক্রবর্তী , শৈলীচিন্তাচর্চা , রত্নাবলী , কলকাতা ২০০৩ ।

(৩) তরুণ মুখোপাধ্যায় , কথাকার অমিয়ভূষণ মজুমদার , দেজ পাবলিশিং , কলকাতা ২০১১ ।

(৪) রমাপ্রসাদ নাগ , স্বতন্ত্র নির্মিতিঃ অমিয়ভূষণ সাহিত্য , পুস্তক বিপণি , কলকাতা ২০০২ ।